# মানসিক সক্ষমতা আইন 2005 – সারসংক্ষেপ

## ভূমিকা

যে'সব অসহায় লোকজন নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অক্ষম, মানসিক সক্ষমতা আইন 2005 (Mental Capacity Act 2005) তাদের সক্ষম করে' তোলার ও সুরক্ষাবিধানের একটা বৈধ পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে। কে বা কারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে, এবং কিভাবে তা করা হবে এই সব কিছুরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই অ্যাক্ট বা আইনে দেওয়া হয়েছে। কোন সময়ে লোকজনের যদি তাদের মানসিক সক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা থাকে, তার জন্য আগাম পরিকল্পনা করার সুযোগ এই আইন তাদের দেয়।

এই অ্যাক্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা একটা বৈধ কোড অভ্ প্র্যাক্টিস্ বা আচরণবিধিতে দেওয়া হবে। এই আইনের প্রস্তাব বা বিল পার্লামেন্ট-এর দ্বারা বিবেচিত হওয়ায় সাহায্যের জন্য এর একটা খসড়া রচনা করা হয়েছিল যেটা DCA ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে, এই ঠিকানায় : http://www.dca.gov.uk/menincap/legis.htm ("মেন্টাল ক্যাপাসিটী বিল অ্যান্ড সাপোর্টিং ডক্যুমেন্টস্" এই শিরোনামে)।

**পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্ট বা আইনের ভিত্তি হলো সেক্শন 1-এ বর্ণিত পাঁচটি মূল নীতি :**

- **সক্ষমতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা –** প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে এবং এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে তা করার ক্ষমতা তাদের আছে যদি না অন্য কিছু প্রমাণিত হয়ে থাকে;
- **নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ায় সমস্ত ব্যক্তির অধিকার –** নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লোকজনের নেই এমন ধারণা কারো মনে সৃষ্টি হওয়ার আগে সমস্ত রকম উপযুক্ত সাহায্য অবশ্যই তাদের দিতে হবে;
- **এমন কোন সিদ্ধান্ত যা অন্য কারো চোখে খামখেয়ালি বা অবিজ্ঞ হলে মনে হতে পারে তা গ্রহণ করার অধিকার** প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যই থাকতে হবে;
- **সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা –** সক্ষমতাহীন লোকজনের জন্য বা তাদের তরফে যা করা হবে তা অবশ্যই তাদের স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করার উপযোগী হতে হবে; এবং
- ন্যূনতম সীমাবদ্ধকর হস্তক্ষেপ – সক্ষমতাহীন লোকজনের জন্য বা তাদের তরফে যা করা হবে তা যেন **তাদের সমস্ত মূল অধিকার ও স্বাধীনতার উপরে সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রণ বা সীমা আরোপ করে এমন হতে হবে।**

## এই অ্যাক্ট বা আইন কি করে ?

যে'সব লোকজনের মানসিক সক্ষমতার অভাব আছে তাদের এবং তাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কিত বর্তমান সর্বোত্তম আচরণবিধি এবং সাধারণ আইনের নীতিগুলিকে এই অ্যাক্ট বৈধতা প্রদান করে। এটা স্থায়ী পাওয়ার অভ্ অ্যাটর্নী বা লোকজনের হয়ে আইনগত প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদানকারী বিভিন্ন প্রচলিত দলিলের এবং কোর্ট অভ্ প্রোটেক্শন বা সুরক্ষাবিধানকারী আদালতের দ্বারা নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বর্তমান বৈধ কার্যপ্রণালীর বদলে সংশোধিত ও আধুনিক কার্যপ্রণালী প্রবর্তন করে।

**এই অ্যাক্ট কোন ব্যক্তির সক্ষমতার এবং যাদের সক্ষমতার অভাব আছে তাদের অভিভাবক বা যত্নগ্রহণকারীদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন করে**

- **সক্ষমতার অভাবের মূল্যায়ন –** বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত বিশেষ কোন সময়ে গ্রহণ করার ক্ষমতার অভাব কোন ব্যক্তির আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য এই অ্যাক্ট একটিমাত্র সুস্পষ্ট পরীক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করে। এটা হচ্ছে একটা "সুনির্দিষ্ট-সিদ্ধান্ত" পরীক্ষা। বিশেষ কোন চিকিৎসাগত পরিস্থিতি বা রোগনির্ণয়ের দরুণ কোন লোককেই

"অক্ষম" সাব্যস্ত করা যায় না। অ্যাক্ট -এর সেক্শন 2 স্পষ্টভাবে বলছে যে সক্ষমতার অভাব কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির বয়স, চেহারা, অথবা যে কোন অবস্থা অথবা ঐ ব্যক্তির আচরণের এমন কোন বৈশিষ্ট্যের বিচারে প্রমাণ করা যাবে না, যা থেকে অন্যদের মনে তার সক্ষমতা সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

- **সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা –** যে ব্যক্তির সক্ষমতার অভাব আছে তার হয়ে বা তার তরফে যা যা করা হবে তাদের প্রতিটাকেই ঐ ব্যক্তির স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করতে পারার উপযোগী হতে হবে। অবস্থা বা পরিস্থিতি বিচার করে' দেখার জন্য অ্যাক্ট-এ কিছু বিষয়ে তালিকা দেওয়া হয়েছে যেগুলির নিরিখে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীরা স্থির করতে পারবে একজন ব্যক্তির স্বার্থ সবচেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করার জন্য কি কি করা উচিত। একজন লোক যদি চায়, সে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার একটা লিখিত বিবৃতি রচনা করতে পারে, যেটা সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে অবশ্যই বিবেচনা করে' দেখতে হবে। এ'ছাড়াও, অভিভাবক বা যত্নগ্রহণকারীদের এবং পরিবারের সদস্যদেরও এই অধিকার আছে যে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

- **যত্নগ্রহণ বা চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপ –** সেক্শন 5 ব্যাখ্যা করছে যে, কোন ব্যক্তি যেখানে এমন কারো যত্ন নিচ্ছে বা চিকিৎসা করছে যার সক্ষমতার অভাব রয়েছে, সেখানে ঐ ব্যক্তি আইনগত **দায়বদ্ধতা** ছাড়াই ঐ যত্ন সরবরাহ করতে পারবে। মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি হবে সক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন এবং সর্বাধিক স্বার্থরক্ষা। এর মধ্যে থাকবে এমন ধরনের কার্যকলাপ যেগুলি আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় বা অপরাধ বিবেচিত হতে পারে যদি স্বাভাবিকভাবে কোন লোকের যত্নগ্রহণ প্রক্রিয়া চলার সময়ে কাউকে তার শরীরে বা সম্পত্তিতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতে হয়ে থাকে।

- **স্বাধীনতা খর্ব/হরণ করা –** সেক্শন 6 স্বাধীনতা খর্ব করার সংজ্ঞা দিয়ে বলছে যে এটা হলো যেখানে একজন সক্ষমতাহীন ব্যক্তি তার যত্নগ্রহণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে সেখানে বলপ্রয়োগ করার বা তার হুমকি দেওয়া, এবং ঐ ব্যক্তি বাধা দিক বা না দিক তার স্বাধীনতা বা চলাফেরার অধিকারকে সঙ্কুচিত করা। স্বাধীনতা খর্ব করার অনুমতি একমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন যে ব্যক্তি তা করছে সে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে সক্ষমতাহীন ব্যক্তির কোনরকম ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য তেমন করা জরুরী, এবং তার স্বাধীনতা খর্বকারী যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা ঐ ক্ষতির সম্ভাবনা ও গুরুত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক।

- সেক্শন 6(5)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ইয়োরোপীয়ান কনভেনশন অভ্ হিউম্যান রাইটস্ (European Convention of Human Rights) বা মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইয়োরোপীয় সম্মেলনের 5(1) ধারার অর্থের আওতায় কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণকারী যে কোন কাজ এমন কিছু হতে পারে না যার বিরুদ্ধে কোনরকম সুরক্ষার ব্যবস্থা সেক্শন 5-এ থাকবে।

- ডিপার্টমেন্ট অভ্ হেলথ্ (Department of Health) এবং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী অভ্ ওয়েলস্ (National Assembly of Wales) উভয়েই, এইচএল (HL) বনাম ইউনাইটেড কিংডম ("বোর্নউড" মামলা) মামলায় ইয়োরোপীয়ান কোর্ট অভ্ হিউম্যান রাইটস্ বা মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইয়োরোপীয় আদালতের রায়ের তাৎপর্যের বিষয়ে এনএইচএস্ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে, তথাকথিত "বোর্নউড ফাঁকের" আওতার লোকজনের সুরক্ষার জন্য নতুন পদ্ধতিগত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণসাপেক্ষে, অন্তবর্তীকালীন পরামর্শ দিয়েছে।

**যে দুই পরিস্থিতিতে একজন ভারপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এমন কোন লোকের তরফে কাজ করতে পারে যার সক্ষমতার অভাব রয়েছে সেখানে অ্যাক্ট ব্যবস্থা নিতে পারে**

- **লাস্টিং পাওয়ারস্ অভ্ অ্যাটর্নী (Lasting Powers of Attorney – LPAs)** বা **আইনসঙ্গত প্রতিনিধিত্ব করার স্থায়ী ক্ষমতা** - কোন লোক যদি ভবিষ্যতে তার সক্ষমতা হারায় তাহলে একজন অ্যাটর্নী বা আইনজীবিকে তার তরফে কাজ করার জন্য নিয়োগ করার অনুমতি অ্যাক্ট তাকে দেয়। এটা বর্তমান এনডিওরিং পাওয়ার অভ্ অ্যাটর্নী (Enduring Power of Attorney – EPA)-এর মতো, কিন্তু অ্যাক্ট লোকজনকে একজন অ্যাটর্নীর দ্বারা স্বাস্থ্য ও কল্যাণবিধান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতিও দেয়।

- **আদালতের দ্বারা নিযুক্ত ডেপুটী বা বিশেষ প্রতিনিধি –** বর্তমানের মতো কোর্ট অভ্ প্রোটেক্শন-এর দ্বারা রিসীভার নিযুক্ত করার পদ্ধতির বদলে অ্যাক্ট-এ আদালতের দ্বারা ডেপুটী নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ডেপুটীরা আদালতের অনুমোদন অনুসারে কল্যাণবিধান, স্বাস্থ্যের যত্ন এবং আর্থিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে

পারবে কিন্তু জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসায় অনুমতি প্রদানে আপত্তি করতে পারবে না। তারা একমাত্র তখনই নিযুক্ত হবে যখন আদালত কোন সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য এককালীন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

**বৈধ পরিকাঠামোকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে অ্যাক্ট দু'টি নতুন সরকারী সংস্থা গঠন করছে. এবং সক্ষমতার অভাব রয়েছে এমন লোকজনের বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতেই এই দুই সংস্থাকে সংগঠিত করা হবে**

- **একটা নতুন কোর্ট অভ্ প্রোটেক্শন –** নতুন কোর্ট-এর গোটা অ্যাক্ট-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এলাকা থাকবে এবং এটা হবে সক্ষমতা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে চূড়ান্ত মধ্যস্থতাকারী। এই কোর্ট-এর নিজস্ব পদ্ধতিসমূহ এবং মনোনীত বিচারকবৃন্দ থাকবে।

- **একজন পাবলিক গার্ডিয়ান (সরকারী তত্ত্বাবধায়ক) –** পাবলিক গার্ডিয়ান এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মীরা হবেন বিভিন্ন এলপিএ (LPA) ও ডেপুটীদের নথিভুক্তকরণ কর্তৃপক্ষ। কোর্ট-এর দ্বারা নিযুক্ত ডেপুটীদের তাঁরা তদারক করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোর্ট-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। এ'ছাড়া একজন অ্যাটর্নী বা ডেপুটী যে'ভাবে কাজ করছেন সেই ব্যাপারে কোন উদ্বেগ দেখা দিলে তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য তাঁরা পুলিশ ও সোশ্যাল সার্ভিসেস্-এর মতো অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে মিলে কাজ করবেন। পাবলিক গার্ডিয়ান যেভাবে তাঁর কাজ করছেন তার উপরে নজর রাখার ও তার পর্যালোচনা করার জন্য একটা পাবলিক গার্ডিয়ান বোর্ড নিয়োগ করা হবে। পাবলিক গার্ডিয়ান-কে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে একটা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

**অসহায় লোকজনের সুরক্ষাবিধানের উদ্দেশ্যে আরো তিনটি মূল ব্যবস্থাকে অ্যাক্ট-এর অন্তর্গত করা হয়েছে।**

- **ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেন্টাল ক্যাপাসিটী অ্যাডভোকেট (Independent Mental Capacity Advocate – IMCA) বা বেসরকারী মানসিক সক্ষমতা উপদেশদাতা –** যে ব্যক্তির সক্ষমতার অভাব আছে কিন্তু তার হয়ে কথা বলার মতো কেউ নেই তাকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে একজন IMCA-কে নিয়োগ করা হয়। IMCA ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুভূতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং একই সময়ে তার সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি প্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয়ের দিকে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রয়োজন হলে যে ব্যক্তির সক্ষমতার অভাব রয়েছে তার তরফে IMCA সিদ্ধান্তগ্রহণকারীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

- **চিকিৎসায় আপত্তি জানানোর আগাম সিদ্ধান্ত – সুস্পষ্ট নিরাপত্তাবিধানকারী ব্যবস্থাদিসহ বৈধ নিয়মকানুন** এটা নিশ্চিত করে যে লোকজন যদি ভবিষ্যতে তাদের সক্ষমতা হারায়, তারা চিকিৎসায় আপত্তি জানানোর আগাম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অ্যাক্ট-এ পরিষ্কার করে' বলা হয়েছে যে জীবন রক্ষার জন্য যে চিকিৎসা একজন ডাক্তার প্রয়োজন বলে মনে করছেন তার ক্ষেত্রে কোন আগাম সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না, যদি না কিছু কঠোর আনুষ্ঠানিকতা মান্য করা হয়ে থাকে। এইসব আনুষ্ঠানিকতা হলো যে সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সাক্ষীদের উপস্থিতিতে লিখিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। উপরন্তু, "এমনকি জীবনের প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি হয়ে থাকলেও" ঐ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে এমন একটা সুনির্দিষ্ট বিবৃতি অবশ্যই থাকতে হবে।

- **শাস্তিযোগ্য অপরাধ –** বিল বা আইনের প্রস্তাব সক্ষমতার অভাবসম্পন্ন একজন ব্যক্তির প্রতি কোনরকম অন্যায় আচরণ বা অবহেলাকে একটা নতুন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করছে। কোন লোকের বিরুদ্ধে এমন অপরাধের দায় প্রমাণিত হলে তার পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

**অ্যাক্ট-এ গবেষণার জন্য কিছু সুস্পষ্ট ক্ষেত্রও বর্ণনা করা হয়েছে**

- সক্ষমতার অভাবসম্পন্ন একজন লোকের সঙ্গে জড়িত, কিংবা তার সঙ্গে সম্পর্কিত, গবেষণা আইনসঙ্গতভাবে পরিচালিত হতে পারে যদি কোন "উপযুক্ত সংস্থা" (স্বাভাবিকভাবে একটা 'রীসার্চ এথিকস্ কমিটী') যদি মেনে নেয় যে এই গবেষণা নিরাপদ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মানসিক সক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ব্যবহার করে' কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই গবেষণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এমন ধরনের কোন উপকার অবশ্যই হতে হবে যার মূল্য যে কোন ঝুঁকি বা সমস্যার তুলনায় বেশী। অন্যথায়, যদি নতুন

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করা এর উদ্দেশ্য হয়, সেটা করতে হবে ঐ ব্যক্তির প্রতি ঝুঁকির মাত্রা যথাসম্ভব কম রেখে এবং তাদের বিভিন্ন অধিকারে ন্যূনতম বাধা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ করে'।

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভিভাবকদের বা যত্নগ্রহণকারীদের এবং মনোনীত তৃতীয় পক্ষদের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে এবং তাদের একমত হতে হবে যে ঐ ব্যক্তি একটা অনুমোদিত গবেষণা কর্মসূচিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক। ঐ ব্যক্তি যদি কোনরকম আপত্তি প্রকাশ করে কিংবা কোনভাবে ইঙ্গিত দেয় যে সে গবেষণায় অংশ নিতে চায় না, তাকে অবশ্যই ঐ কর্মসূচি থেকে অবিলম্বে বাদ দিতে হবে। পরিবর্তনকালীন নিয়মকানুনের আওতায় পড়বে অ্যাক্ট কার্যকর হওয়ার আগে শুরু করা গবেষণা, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ ব্যক্তির সম্মতি জানানোর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগে সে সক্ষমতা হারিয়েছে।